

📃 ত্ব-হা | Ta-Ha | 山

আয়াতঃ ২০ : ১২৯

া আরবি মূল আয়াত:

وَ لَو لَا كَلِمَةٌ سَبَقَت مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا قَ اَجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾ ا

🗚 অনুবাদসমূহ:

আর যদি তোমার রবের পক্ষ থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটি কাল নির্ধারিত হয়ে না থাকত, তবে আশু শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হত। — আল-বায়ান

তোমার প্রতিপালকের নিকট থেকে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে (তাদের শাস্তি) অবশ্যই এসে পড়ত, কিন্তু এর জন্য নির্দিষ্ট আছে একটি সময়। — তাইসিরুল

তোমার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং এক নির্ধারিত সময় না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত ত্বরিত শাস্তি। — মুজিবুর রহমান

And if not for a word that preceded from your Lord, punishment would have been an obligation [due immediately], and [if not for] a specified term [decreed]. — Sahih International

১২৯. আর আপনার রব-এর পূর্ব সিদ্ধান্ত ও একটা সময় নির্ধারিত না থাকলে অবশ্যম্ভাবী হত আশু শাস্তি।

তাফসীরে জাকারিয়া

(১২৯) তোমার প্রতিপালকের পূর্ব-ঘোষণা না থাকলে এবং একটি কাল নির্ধারিত না হলে (শাস্তি) অবশ্যস্ভাবী হত। [1]

[1] মক্কার মুশরিক ও মিথ্যাজ্ঞানকারীরা কি এটা চিন্তা করে না যে, তাদের আগে অনেক জাতি গুজরে গেছে যাদের এরা স্থলাভিষিক্ত এবং এরা তাদের বসতির উপর দিয়ে যাতায়াত করে, যাদেরকে আমি মিথ্যাজ্ঞান করার জন্যই ধ্বংস করেছি। যাদের ভয়ানক পরিণামে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে অনেক নির্দশন। কিন্তু এ মক্কাবাসীরা নিজেদের চক্ষু বন্ধ করে তাদেরই অনুকরণ করে যাচ্ছে। যদি আল্লাহ পূর্বেই এরূপ সিদ্ধান্ত না নিতেন যে, তিনি কোন প্রমাণ পূর্ণ হওয়া ছাড়া এবং ঐ সময় আসার আগে যা তিনি অবকাশ হিসাবে কোন জাতিকে (ঢিল) দিয়ে রেখেছেন কাউকে ও ধ্বংস করবেন না, তাহলে হঠাৎ আল্লাহর আযাব তাদের উপর এসে পড়ত এবং তারা ধ্বংস হয়ে যেত। অর্থ এই যে, নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করা সত্ত্বেও তাদের উপর কোন আযাব না এলে তারা যেন এটা না মনে করে যে, আগামীতেও তা আসবে না। বরং আল্লাহ তাদেরকে এখন ঢিল দিয়ে রেখেছেন; যেমন



তিনি প্রত্যেক জাতিকে দিয়ে থাকেন। ঢিল ও অবকাশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহর আযাব হতে তাদেরকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

• Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=2477

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন